পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকর্মী ইউনিয়ন

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি

২৪৯, বি. বি. গাঙ্গুলী ষ্ট্রীট, কলিকাতা.

১০ই মার্চ ২০২৩ এর ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সফল করুন

প্রিয় বন্ধু,

আমরা কলেজ শিক্ষাকমী এবং রাজ্য কোষাগার থেকে প্রাপ্ত বেতনের সমস্ত রকমের কর্মচারী এবং শিক্ষকরা আগামী ১০ই মার্চ ধর্মঘট করছি আমাদের ন্যায্য হকের দাবি বকেয়া মহার্ঘভাতা প্রদানের দাবিতে। যে ভাতা থেকে আমরা দীর্ঘবছর বঞ্চিত, যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ছিল বর্তমান সরকারের প্রধান সেনাপতির। বছরের পর বছর যে ক্ষতি হয়ে চলেছে তারই প্রতিবাদে এবং আদায়ের লক্ষে এই ধর্মঘট যা কিনা ভিক্ষের দান ৩ শতাংশ দিয়ে কিছু হবে না। আমরা ধর্মঘট করছি বর্তমান বেকারের যুগে যখন দেখছি রাজ্য প্রশাসনে কয়েক লক্ষ পদ শূন্য হয়ে আছে, সে সকল পদে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে নিয়োগের দাবিতে; যদিও স্বচ্ছতা এখন আর বর্তমান রাজ্য সরকারের অভিধানে কিছু আছে বলেতো আর মনে হয়না।

আমরা ধর্মঘট করছি বছরের পর বছর ধরে রাজ্যের কলেজগুলিতে অস্থায়ী শিক্ষাকমীবন্ধুরা যাদের সামান্য বেতনে দিনের পর দিন একজন স্থায়ী কর্মীদের মত কাজ করানো হচ্ছে। কোনো নিরাপত্তা নেই। কোনো সুযোগ সুবিধা নেই সরকার নির্বিকার।
অনতিবিলম্বে নিয়মিতকরন করতে হবে এবং তৎসাপেক্ষে সমবেতনের দাবিতে। এছাড়া নানাধরনের পার্টটাইম কর্মী আছেন যাদের কোনোরকম নিরাপত্তা নেই, তাদের ন্যূনতম মজুরির দাবির সমর্থনেআমরা ধর্মঘট করছি।

রাজ্যের গণতান্ত্রিক পরিবেশকে ফিরিয়ে এনে সকলের সংগঠন করার, আন্দোলন করার এবং প্রয়োজনে ধর্মঘটের অধিকারের দাবিতে। আন্দোলনের গতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়তেই সরকারের হিংস্র দাঁত, নখ বেরিয়ে পড়বে এবিষয়ে আমাদের কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু কর্মচারি, শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সহ রাজ্য কোষাগার থেকে বেতনপ্রাপ্ত বিভিন্ন সংগঠনের বৃহত্তর যৌথমঞ্চের উদ্যোগে আমরা জানি সরকারের 'ডায়াস ননের' সার্কুলার, বেতনকাটার সার্কুলার বা অন্যান্য হুমকির সার্কুলারকে উপেক্ষা করেই এবারের ধর্মঘটে সামিল হবেন লড়াকু সকল রাজ্যের সর্বস্তরের কর্মচারীরা। আমরাও সর্ব শক্তিদিয়ে ধমঘটে সামিল হবো। স্বৈরাচারী সরকারের মুখের ওপর জবাব দিয়েই এবারের ধর্মঘট সাফল্যমণ্ডিত হবে এ বিশ্বাস পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকমীদের আছে।

যে সরকার আন্দোলন মানে না, মহামান্য উচ্চ আদালতের রায় মানে না, যে সরকার কোটি কোটি টাকা খরচ করে মহার্ঘভাতা আটকাবার জন্য সর্বোচ্চ আদালতে যেতে পারেন, যে সরকার তাঁর নিজস্ব কর্মচারীদেরকে ক্রীতদাসে পরিনত করতে চায় তখন কর্মচারীদেরও অধিকার আছে ঘুরে দাঁড়ানোর।

আসুন সর্বত্র আমরা পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকমী ইউনিয়ন পক্ষ থেকে আসন্ন ১০ ই মার্চের ধর্মঘটকে সর্বাত্মক সাফল্যমন্ডিত করে রাজ্যে এক নয়া ইতিহাস রচনা করি। আবার তাই সকলের কাছে আমাদের উদাত্ত আহ্বান আসুন, "অধিকার কে কাকে দেয়, অধিকার কেড়ে নিতে হয়, অধিকার লড়ে নিতে হয়..." এই লাইন টি কেই আপ্তবাক্য মনে করে নতুন অধিকার ছিনিয়ে নেওয়ার ও অর্জিত অধিকার রক্ষার লড়াইয়ে সামিল হই।

দাবিসমূহ:-

১) অবিলম্বে বকেয়াসহ মহার্ঘ ভাতা প্রদান।

২) অস্থায়ী শিক্ষাকমীদের স্থায়ী করন

৩) বিভাজনের রাজনীতি বন্ধ করে রাজ্যে গনতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অভিনন্দন সহ

সাধারণ সম্পাদক
পশ্চিমবঙ্গ কলেজ শিক্ষাকমী ইউনিয়ন
পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটি